39

দৈনিক জনকণ্ঠ

13 NOV 1997

তারিখ ... 13 NOV 1997 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ দলিল ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বছরের একটি দিন 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালনের সুপারিশের আলোকে এবং ইউনেস্কোর ছাব্বিশতম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর বাংলাদেশে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করা হয়। ১৯৪৬ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ১ম অধিবেশনে শিক্ষকদের জন্য ১৪৫ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট একটি সনদ রচিত হয় এবং ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে শিক্ষকদের অধিকার, কর্তব্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো আইএলও সুপারিশমালা গৃহীত হয়— যা সারা বিশ্বের শিক্ষকদের ন্যায়ানুগ ও যুক্তিপূর্ণ প্রত্যাশাসমূহের পরিপূরণের এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক ঘোষণা। গত ৫ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাত্র ১টি শিক্ষক সংগঠনের ব্যানারে দিবসটি পালন করা হয়। সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে পালনের জন্য আমার জানা মতে অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলো অনুরোধ করেছিল। কিন্তু এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস বাংলাদেশে যেভাবে পালিত হলো তা না হয়ে যদি জাতীয়ভাবে সমগ্র শিক্ষক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতো তাহলে সমগ্র দেশবাসীর গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হতো।

শিক্ষক-দরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতি আপনার বিশেষ সহানুভূতি আছে তার বহু দৃষ্টান্ত আপনি ইতোমধ্যে রেখেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে বেসরকারী শিক্ষকদের ঐতিহাসিক মহাসমাবেশে উপস্থিত হয়ে আমাদের ন্যায্য পাওনা ও যুক্তিসঙ্গত দাবির প্রতি আপনার যে অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল তা শিক্ষক তথা গোটা জাতি আজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। প্রমাণের স্বাক্ষরবাহী হিসাবে যেটা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হচ্ছে— নিশ্চল হয়ে থাকা বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ গোটা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের সম্প্রতি ঘোষিত নতুন পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে জন্য আমরা সবাই আপনাকে অশেষ শ্রদ্ধা ও ছালাম জ্ঞাপন করছি। এ ধরনের পদক্ষেপ আমি যদ্দুর জানি এটাই প্রথম। ইতোপূর্বে কোন সরকারই এত স্বাভাবিকভাবে বেসরকারী শিক্ষকদের পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর যে সুদৃষ্টি আছে তা সর্বজনবিদিত। তবে গত ৫ অক্টোবর কিভাবে বিশ্ব শিক্ষক দিবস খণ্ডিতভাবে পালিত হলো তা আমাদের বোধগম্য নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে সমগ্র শিক্ষক ও শিক্ষক সংগঠনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে দিবসটি পালিত হলে আরও ভাল হতো। আগামীতে দিবসটি যাতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে পালিত হয় সেজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সর্বস্তরের শিক্ষক সংগঠনগুলোর প্রতি সবিনয় অনুরোধ করছি।

মোঃ ইসতারুল হক মোল্লা
প্রভাষক
সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
সাভার, ঢাকা